রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ৪, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২০ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৪ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ৪০ (মুঃ ও প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২০ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৪ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ৪০, ২০২৫

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১১) এর দুই স্থানে উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৪ক) "সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান; এবং"।

৩। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) দফা (৬) এ উল্লিখিত "প্রণয়ন" শব্দের পরিবর্তে "অনুমোদন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (৭) এ উল্লিখিত "ব্যায়ামাগার নির্মাণের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ব্যায়ামাগারসহ অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও সংস্কারের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতিও হইবেন;";

(খ) দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ঠ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঠঠ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;";

(ঘ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (ঢ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঢঢ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঢঢ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;";

(চ) দফা (থ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (থথ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(থথ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;";

(ছ) দফা (দ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (দদ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(দদ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;";

(জ) দফা (ধ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ধ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ধ) সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক;";

(ঝ) দফা (ল) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(ঞ) দফা (শ) এর প্রান্তস্থিত ";" চিহ্নের পর "এবং" শব্দটি সংযোজিত হইবে; এবং

(ট) দফা (ষ) এ উল্লিখিত "(সকল)" শব্দ ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে।

৫। ২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত "মন্ত্রী" শব্দের পর "/উপদেষ্টা" চিহ্ন ও শব্দ এবং "ভাইস-চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পূর্বে "সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান অথবা" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৬। ২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৮ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৮ক। সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান।—মন্ত্রী/উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী সকলই বিদ্যমান থাকিলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/উপদেষ্টা ব্যতীত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্য দুইজন বা একজন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন।"।

৭। ২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ৯ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯। ভাইস-চেয়ারম্যান।—যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন।"।

৮। ২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, যিনি ইহার জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতিও হইবেন;";

(খ) দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছছ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;";

(ঘ) দফা (জ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (জজ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(জজ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;";

(ঙ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঝঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঝঝ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি;";

(চ) দফা (ঞ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঞঞ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;"; এবং

(ছ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "সহ-সভাপতি" শব্দের পরিবর্তে "জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০১৮ সনের ৪৯ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্ত-টীকায় উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দুই স্থানে উল্লিখিত "সচিবের" শব্দের পরিবর্তে "নির্বাহী পরিচালকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

তারিখ: ২০ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৪ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd